দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম

২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

২০০৫ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার অনেক স্থাপনাই পুরাতন ও জরাজীর্ণ। কেননা ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয় আসলে ১৮৫৮ সালে একটি স্কুল হিসাবে। স্কুল হইতে কলেজ এবং কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে যাত্রা শুরু করা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আশানুরূপভাবে গড়িয়া উঠে নাই। তদুপরি অনেক ভবনই এখন ঝুঁকিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ-উত্কণ্ঠার অন্ত নাই। তত্সত্ত্বেও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলিকে ঝুঁকিমুক্ত করিতে নাই কোনো উদ্যোগ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একটি পরিদর্শক দল ২০১৩ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনটিকে 'অতি ঝুঁকিপূর্ণ' হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিল। ইহার পর দুইটি ভূমিকম্পে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহার পরও ভবনটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রমই চলিতেছে। দ্বিতল এই ভবনটির বয়স ১০৮ বত্সর। ভবনটির চারিপাশে নিচ হইতে ছাদ পর্যন্ত প্রায় ১০টি বড় ফাটল থাকিলেও এখানেই অর্থ ও হিসাব দপ্তর, তথ্য ও প্রযুক্তি (আইটি) দপ্তর, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, উপাচার্যের কার্যালয়, কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়, রেজিস্ট্রার দপ্তর ও সেকশন অফিসারদের কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা হইতেছে। কয়দিন পর পর রং ও প্লাস্টার করিয়া ফাটল লুকানো সম্ভব হইলেও ঝুঁকি হ্রাস করা যে সম্ভব হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

শুধু প্রশাসনিক ভবনই নহে, ইহা ছাড়া আরো তিনটি ভবনকে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল ঝুঁকিপূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করে। ভবনগুলি হইল— বিজ্ঞান ভবন, নূতন একাডেমিক ভবন ও কলা ভবন। এইসকল ভবনেও রহিয়াছে বড় বড় ফাটল। বিজ্ঞান ভবনের বেশির ভাগ কক্ষের ছাদের পলেস্তারা খসিয়া পড়িয়াছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ট্রাজেডির কথা জানি। যথাসময়ে হলটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হইলে হয়তো এমন পরিণতি বরণ করিতে হইত না। তাহা হইতে কোনো শিক্ষা যে আমরা গ্রহণ করি নাই, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলি দেখিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। এইসকল ভবন ঝুঁকিমুক্ত করিতে কিংবা পুনর্নির্মাণে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানাইয়াছেন যে, নূতন করিয়া প্রশাসনিক ভবনটিতে কোনো কাজ করা হইবে না। ইহা হেরিটেজের তালিকায় রহিয়াছে। আর বর্তমান ক্যাম্পাসে নূতন কোনো স্থাপনাও করা হইবে না। ইহার মাধ্যমে তিনি কেরানিগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের প্রতি ইঙ্গিত দিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু সেই নূতন ক্যাম্পাস কবে গড়িয়া উঠিবে তাহাও কেহ জানেন না। যতদূর জানা যায়, সেখানে ২৬ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হইলেও কোনো ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরই স্থাপন করা হয় নাই। গত বত্সর একনেকের সভায় আরো জমি অধিগ্রহণের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হইলেও তাহারও কোনো গতি নাই। এখানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অন্তত একশত একর জমি প্রয়োজন। এই ব্যাপারে যেমন দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া দরকার, তেমনি মূল ক্যাম্পাসের ভবনগুলি ঝুঁকিমুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। হেরিটেজ বা ঐতিহ্য হিসাবে কোনো কোনো ভবন ধরিয়া রাখিতে হইলেও ইহার সংস্কারসাধন প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত